بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ জুন, ২০২০ মোতাবেক ২৬ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায়ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল, আর অবশিষ্ট কিছু অংশ রয়ে গিয়েছিল, যা আজ বর্ণনা করব। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর দানশীলতা সর্বজন বিদিত ছিল আর আর্থিক কুরবানীও তিনি অনেক করেছেন। আজকের অধিকাংশ উদ্ধৃতি এ সংক্রান্ত। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ ওসীয়্যত করেছিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে যেন তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে চারশ' করে দিনার প্রদান করা হয়। অতএব এটি বাস্তবায়ন করা হয় আর তখন সেই সাহাবীদের সংখ্যা ছিল একশত। মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদেরকে তাবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন তখন তিনি (সা.) সম্পদশালীদের আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ও বাহন সরবরাহ করারও আহ্বান জানান। এতে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে আসেন এবং তিনি ঘরের সব সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন, যা সর্বমোট চার হাজার দিরহাম ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আপনার পরিবারের জন্যও কিছু রেখে এসেছেন কি? উত্তরে তিনি (রা.) নিবেদন করেন যে, পরিবারের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) তার ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্যও কিছু রেখে এসেছ কি? উত্তরে তিনি নিবেদন করেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একশ' উকিয়া দান করেন। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রায় চার হাজার দিরহাম তিনি দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, উসমান বিন আফ্‌ফান এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের মাঝে দুইটি ধনভাণ্ডার যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে থাকে। হযরত উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ হযরত উসমান (রা.)-এর কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করেন আর সেটি বনু যোহরার দরিদ্র ও অভাবী এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মাঝে বণ্টন করে দেন। মিসওয়ার বিন মাখযামা বলেন, আমি যখন হযরত আয়েশা (রা.)-কে এই জমি থেকে তার অংশ প্রদান করি তখন হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এটি কে পাঠিয়েছে। আমি বললাম, আব্দুর রহমান বিন অওফ পাঠিয়েছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর তোমার সাথে কেবল সে-ই সদ্ব্যবহার করবে যে অতিশয় ধৈর্যশীল। এরপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি আব্দুর রহমান বিন অওফকে জান্নাতের ঝরনা সালসাবীলের পানীয় পান করাও।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার পর যে আমার পরিবারের খোঁজ-খবর রাখবে সে সত্যবাদী ও পুণ্যবানই হবে। অতএব হযরত আব্দুর রহমান

বিন অওফ (রা.) উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে নিয়ে তাদের বাহনসহ বের হতেন, তাদেরকে হজ্জ করাতেন, আর তাদের হাওদায় পর্দা দিয়ে দিতেন এবং বিশ্রামের জন্য এমন উপত্যকা নির্বাচন করতেন যেখানে চলার পথ থাকতো না, যেন পর্দার ব্যাঘাত না ঘটে আর তারা স্বাধীনভাবে বিশ্রাম নিতে পারেন।

একবার মদিনায় খাদ্যদ্রব্যের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এরই মাঝে সিরিয়া থেকে সাত শত উট বোঝাই গম, আটা এবং খাদ্যদ্রব্যের কাফেলা মদিনায় আসে। এর ফলে মদিনার সর্বত্র হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, এত হৈচৈ কিসের। জানানো হয় যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর সাত শত উটের কাফেলা এসেছে যেগুলোর পিঠে গম, আটা এবং খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করা আছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, আব্দুর রহমান হাঁটুতে ভর করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্ত বর্ণনা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি (রা.) তাঁর (অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীনের) সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে মা! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, এই সমস্ত মালামাল এবং খাদ্যদ্রব্য আর এই সকল খাদ্যশস্য ও উটের গদী পর্যন্ত আমি আল্লাহ্‌র পথে দান করছি, যেন আমি হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বহু ঘটনা সাহাবীদের জীবনীলেখকেরা একত্রিত করেছেন। উসদুল গাবায় লেখা আছে যে, আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) খোদার পথে দানকারী ছিলেন। একবার তিনি একদিনে ত্রিশজন ক্রীতদাস স্বাধীন করেছিলেন। একবার হযরত উমর (রা.)-এর কিছু অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর কাছে ধার চান। তিনি (রা.) বলেন, হে আমিরাল মু'মিনীন! আপনি আমার কাছে কেন ধার চাচ্ছেন, আপনি তো বায়তুল মাল থেকেও ঋণ নিতে পারেন, এছাড়া উসমান বা অন্য কোন সামর্থবান ব্যক্তির কাছ থেকেও (ধার নিতে পারেন)। হযরত উমর (রা.) বলেন, এমনটি আমি এজন্য করি যে, বায়তুল মালে অর্থ ফেরত দিতে হয়ত ভুলে যেতে পারি। আর অন্য কারো কাছ থেকে নিলে সে হয়ত আমার সম্মানের কথা ভেবে অথবা অন্য কোন কারণে আমার কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ ফেরত চাইবে না, আর আমি ভুলে যাব। কিন্তু তুমি অবশ্যই আমার কাছ থেকে তোমার প্রাপ্য অর্থ চেয়ে হলেও ফেরত নিবে। (তাদের মাঝে) পারস্পরিক অকৃত্রিম বোঝাপড়া ছিল, আর তার প্রয়োজন পড়লে তিনি নিয়ে নিতেন বা নিতে পারতেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর পুত্র ইবরাহীম নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, হে ইবনে অওফ! তুমি জান্নাতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবে, কেননা তুমি সম্পদশালী। অতএব আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, যেন নিজের পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পার। এটি পূর্বোক্ত হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আল্লাহ্‌র পথে কী ব্যয় করব? তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছে যা আছে তা-ই ব্যয় কর। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পুরো সম্পদ (দান করে দিব) কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আব্দুর রহমান পুরো সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করার সংকল্প করে বের হন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তোমার প্রস্থানের পর জিবরাঈল আসেন এবং তিনি বলেন, আব্দুর রহমানকে বল, সে যেন

আতিথেয়তা করে, মিসকিনকে খাবার খাওয়ায়, প্রার্থককে দান করে এবং অন্যদের বিপরীতে আত্মীয়ের জন্য প্রথমে ব্যয় করে। সে যখন এরূপ করবে তখন তার সম্পদ পবিত্র হবে আর আল্লাহ্‌র পথে দানকৃত এরূপ পবিত্র সম্পদের কল্যাণে সে হামাগুড়ি দিয়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এটিই ফলাফল দাঁড়ায়। একদা তিনি নিজের অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করে দেন যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। এছাড়া একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম, আরেকবার চল্লিশ হাজার দিনার আল্লাহ্‌র পথে সদকা করেন। একবার পাঁচশত ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেন। আরেকবার পাঁচশত উট আল্লাহ্‌র পথে দান করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর পুত্র আবু সালামা রেওয়ায়েত করেন যে, আমাদের পিতা উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের (রা.) জন্য একটি বাগান ওসীয়্যত করেন। সেই বাগানের মূল্য ছিল চার লক্ষ দিরহাম। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার নিমিত্তে পঞ্চাশ হাজার দিনার ওসীয়্যত করেছিলেন। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মাঝে ছিল এক হাজার উট, তিন হাজার ছাগল, একশত ঘোড়া– যেগুলো বাকী উদ্যানে চরে বেড়াতো। মদিনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত জুরফ্ নামক স্থানে হযরত উমর (রা.)-এর কিছু সম্পত্তি ছিল, সেখানে পানি উত্তোলনকারী বিশটি উট দ্বারা তিনি কৃষিকাজ করাতেন, আর সেখান থেকেই তাঁর পরিবারের জন্য সারা বছরের খোরাক বা খাদ্যশস্য পাওয়া যেত। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তিনি এত পরিমাণ স্বর্ণ রেখে যান যা কুঠার দিয়ে কাটতে হয়, এমনকি এর ফলে মানুষের হাতে ফোসকা পড়ে যায়। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর ইন্তেকাল হয় ৩১ হিজরী সনে। কারো কারো মতে তিনি ৩২ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ৭২ বছর জীবন লাভ করেন, কারো কারো মতে যা ছিল ৭৮ বছর। জান্নাতুল বাকী-তে তিনি সমাহিত হন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) তাঁর জানাযা পড়িয়েছেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হযরত সা'দ বিন মালেক (রা.) বলেন, 'আওয়া জাবালা'। অর্থাৎ হায় পরিতাপ! পাহাড়ের মতো সত্তা উত্থিত হয়ে গেলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, ইবনে অওফ (রা.) এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তিনি জাগতিক ঝরনাধারার বিশুদ্ধ পানি পান করেছেন আর ময়লা পানি পরিত্যাগ করেছেন। কিংবা এভাবে বলতে পারেন যে, ইবনে অওফ উত্তম যুগ পেয়েছেন আর মন্দ যুগের পূর্বেই বিদায় গ্রহণ করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তার শোকসন্তপ্ত পরিবার হিসেবে ৩জন স্ত্রী রেখে যান। প্রত্যেক স্ত্রীকে তার এক-অষ্টমাংশ হিসেবে ৮০ হাজার করে দিরহাম দেয়া হয়। কিন্তু অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর ৪জন স্ত্রী ছিলেন, আর প্রত্যেকের ভাগে ৮০ হাজার দিরহাম লাভ হয়।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তাঁর নাম হলো, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এর সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের শাখা বনু আব্দিল আশহাল-এর সাথে। তিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। তার পিতার নাম মুআয বিন নো'মান ছিল এবং তার মাতার নাম ছিল কাবশা বিনতে রাফে, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর উপনাম ছিল আবু আমর। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ বিনতে সিমাত, যিনি সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত হিন্দ (রা.)-এর গর্ভে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন আমর এবং আব্দুল্লাহ্। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-

এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণকারী ৭০জন সাহাবীর পূর্বেই মদিনায় চলে এসেছিলন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে তাকে মদিনায় পাঠানো হয়েছিল। তিনি (রা.) মানুষকে ইসলামের পানে আহ্বান জানাতেন এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের নারী-পুরুষের সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম। অতএব এই গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আর আনসারদের মাঝে বনু আব্দিল আশহাল গোত্র হলো সেই প্রথম গোত্র যার নারী-পুরুষ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্-কে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ হযরত মুসআব বিন উমায়ের এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্–এ দুজনকেই তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর থেকে তারা উভয়ে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর বাড়িতেই মানুষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.) খালাতো ভাই ছিলেন। আর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের প্রতিমা ভেঙেছিলেন। তারা একই পরিবারের সদস্য ছিলেন, তাই তারা তাদের প্রতিমা ভাঙেন, যখন পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর সাথে। অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেছেন যে,

আকাবার প্রথম বয়আতের পর মক্কা থেকে বিদায় নেয়ার সময় এই ১২জন নব মুসলিম আবেদন করেন যে, আমাদের সাথে কোন একজন ইসলামী মুয়াল্লেম তথা শিক্ষককে প্রেরণ করা হোক যিনি সেখানে আমাদেরকে ধর্ম-কর্ম শেখাবেন, আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দান করবেন এবং আমাদের পৌত্তলিক ভাইদের কাছে ইসলাম প্রচার করবেন। মহানবী (সা.) আব্দুদ্-দ্বার গোত্রের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এক যুবক হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। তখনকার দিনে ইসলাম-প্রচারকদের ক্বারী বা মুক্বরী বলা হতো, কারণ তাদের কাজ ছিল মূলত কুরআন শরীফ শোনানো, কেননা এটি-ই ইসলাম প্রচারের সর্বোত্তম উপায় ছিল। অতএব মুসআবও যখন মুবাল্লেগ হিসেবে মদিনায় যান তখন এ কারণেই তিনি 'মুক্বরী' নামে খ্যাত হন।

মুসআব বিন উমায়ের মদিনা পৌঁছে আসাদ বিন যুরারাহ্-র ঘরে অবস্থান করেন। খুব সম্ভব এর কিছু অংশ আমি মুসআব বিন উমায়েরের স্মৃতিচারণেও উল্লেখ করেছি, যাহোক এখানেও এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি আসাদ বিন যুরারাহ্র ঘরে অবস্থান করেন যিনি মদিনার সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন। এছাড়াও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী বুযুর্গ ছিলেন। আর এই ঘরকেই তিনি (অর্থাৎ মুসআব বিন উমায়ের) নিজের প্রচারকেন্দ্র বানিয়ে নেন এবং নিজ দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে যান। আর মদিনায় যেহেতু মুসলমানরা একটি সামাজিক জীবন লাভ করেছিল এবং তা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণও ছিল, এজন্য আসাদ বিন

যুরারাহ্‌র প্রস্তাবে মহানবী (সা.) মুসআব বিন উমায়েরকে জুমুআর নামায আদায়ের নির্দেশনা দেন; এভাবে মুসলমানদের সম্মিলিত সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, স্বল্প সময়েই মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হয়। সেখানে রীতিমতো জুমুআর নামায পড়া আরম্ভ হয় ও ইসলামের চর্চা হতে থাকে এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা খুব দ্রুততার সাথে মুসলমান হতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একদিনেই পুরো একটি গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যায়। অতএব বনু আব্দিল আশহাল গোত্রও এভাবেই একসাথে সবাই মুসলমান হয়েছিল। এই গোত্রটি আনসারদের প্রসিদ্ধ অওস গোত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এবং এই গোত্রের নেতার নাম ছিল সা'দ বিন মুআয, যিনি কেবল বনু আব্দুল আশহাল গোত্রেরই প্রধান নেতা ছিলেন না, বরং পুরো অওস গোত্রেরই নেতা ছিলেন। মদিনায় যখন ইসলামের চর্চা হতে থাকে তখন সা'দ বিন মুআয-এর কাছে তা খারাপ লাগে এবং তিনি তা বন্ধ করতে চান। তখনও সা'দ বিন মুআয মুসলমান হন নি, মদিনায় যখন ইসলামের প্রসার ঘটছিল, তিনি যেহেতু গোত্রপ্রধান ছিলেন, তাই বিষয়টি তার কাছে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু আসাদ বিন যুরারাহ্‌র সাথে তার খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, তারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। আর আসাদ যেহেতু মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তাই সা'দ বিন মুআয সরাসরি বিরোধিতা করতে দ্বিধা করতেন, বিরত থাকতেন, পাছে পরস্পরের সম্পর্কের মাঝে তিক্ততা না সৃষ্টি হয়। তাই তিনি তার অপর এক আত্মীয় উসায়েদ বিন হুযায়েরকে বলেন, আসাদ বিন যুরারাহ্‌র কারণে আমার কিছুটা ইতস্ততা রয়েছে, কিন্তু তুমি গিয়ে মুসআবকে বিরত কর যেন তিনি আমাদের লোকদের মাঝে এই অধার্মিকতার প্রচার না করেন। মহানবী (সা.) মক্কা থেকে যে মুবাল্লিগ পাঠিয়েছেন তাকে গিয়ে বিরত হতে বল, যেন আমাদের শহরে এ ধর্মের প্রচার না করেন, আর আসাদকেও বলে দাও, এই রীতি সঠিক নয়। উসায়েদ মদিনার বনু আশহাল গোত্রের বিশিষ্ট নেতাদের একজন ছিলেন। এমনকি তার পিতা বুআস-এর যুদ্ধে পুরো অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। বুআস-এর যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ যুদ্ধ ইসলামের আগমনের পূর্বে মদিনার দুটি গোত্র অওস এবং খাযরাজ-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

যাহোক, সা'দ বিন মুআযের পর এই গোত্রের ওপর উসায়েদ বিন হুযায়েরের গভীর প্রভাব ছিল। অতএব সা'দের কথায় তিনি মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারাহ্-র কাছে যান এবং মুসআব-কে সম্বোধন করে ক্রোধের স্বরে বলেন, তুমি কেন আমাদের লোকদের বিধর্মী করছ? এ থেকে বিরত হও নতুবা ভালো হবে না। মুসআব কোন উত্তর দেয়ার পূর্বেই আসাদ ক্ষীণ স্বরে মুসআব-কে বলেন, ইনি নিজ গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা, তাই তার সাথে নম্রতা এবং ভালোবাসার সাথে কথা বলবেন। অতএব মুসআব অত্যন্ত ভদ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে উসায়েদ-কে বলেন, আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, বরং অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ বসুন এবং প্রশান্ত হৃদয়ে আমার কথাগুলো শুনুন, তারপর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। উসায়েদ এ কথাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে বসে পড়েন আর মুসআব তাকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনান এবং খুবই আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবগত করেন। উসায়েদ-এর ওপর এত বেশি প্রভাব পড়ে যে, তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, আমার পেছনে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি ঈমান আনয়ন

করলে আমাদের পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যাবে, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তাকেও এখানে পাঠাচ্ছি। এ কথা বলে উসায়েদ উঠে চলে যান এবং কোন বাহানায় সা'দ বিন মুআযকে মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে দেন। সা'দ বিন মুআয আসেন আর ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে আসাদ বিন যুরারাহ্‌কে বলেন, দেখ আসাদ! তুমি তোমার আত্মীয়তার সম্পর্কের অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করছ। অর্থাৎ আমার সাথে তোমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করছ, এটি ঠিক নয়। এতে মুসআব একইভাবে নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে তাকে শান্ত করেন। অর্থাৎ মক্কা থেকে আগত মুবাল্লেগ হযরত মুসআব তার সাথে খুব আন্তরিকভাবে কথা বলেন। তিনি বলেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসে আমার কথাটা শুনে নিন। এরপর এতে আপত্তিকর কিছু থাকলে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবেন। সা'দ বলেন হ্যাঁ, এটি যুক্তিসঙ্গত কথা। এরপর নিজের বর্শাকে হেলান দিয়ে রেখে বসে পড়েন। তার হাতে বর্শা ছিল, তখন তাদের অধিকাংশই এভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে চলাফেরা করতেন। মুসআব পূর্বের ন্যায় প্রথমে পবিত্র কুরআন পাঠ করেন। এরপর নিজস্ব আকর্ষণীয় রীতিতে ইসলামী মূলনীতির ব্যাখ্যা করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এ পাথরও গলে যায়, অর্থাৎ তার মনও নরম হয়ে যায় এবং তিনিও ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হন। সুতরাং সা'দ রীতি অনুযায়ী গোসল করে কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন। এরপর সা'দ এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের উভয়ে মিলে নিজ গোত্রের সদস্যদের কাছে ফিরে যান আর সা'দ তাদের কাছে অর্থাৎ স্বীয় গোত্রের সদস্যদের কাছে তার বিশেষ আরবী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন, হে বনী আব্দুল আশহাল! তোমরা আমার সম্পর্কে কী ধারণা রাখ? তারা সকলে সমস্বরে বলে উঠে, আপনি আমাদের সর্দার আর সর্দার-পুত্র সর্দার। আপনার কথায় আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সা'দ বলেন, তাহলে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন না কর। তখনই তিনি তবলীগ করাও আরম্ভ করেন। এরপর সা'দ তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার নিতীমালা বুঝান অর্থাৎ নিজ গোত্রের লোকদের ইসলামের নীতিমালা শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, সেই দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই, অর্থাৎ দিবস শেষ হওয়ার পূর্বেই পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আর সা'দ এবং উসায়েদ নিজ হাতে স্বজাতির প্রতিমা বের করে ভেঙে ফেলেন ।

সা'দ বিন মুআয এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের, যারা সেদিন মুসলমান হয়েছিলেন, উভয়ে শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবীদের মাঝে গন্য হন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, আর আনসারদের মাঝে তো নিঃসন্দেহে তারা অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের অনেক উচ্চ মর্যাদা ছিল। বিশেষত সা'দ বিন মুআয মদিনার আনসারদের মাঝে সেরূপ মর্যাদা রাখতেন যেমনটি মক্কার মুহাজেরদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদা ছিল। এই যুবক পরম নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এক ভক্ত প্রমাণিত হন। আর তিনি যেহেতু তার গোত্রের প্রধান নেতা ছিলেন এবং খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন তাই ইসলামে তিনি সেই

পদমর্যাদা লাভ করেন যা কেবল বিশেষ বরং সর্বাধিক বিশিষ্ট সাহাবীদের ছিল, অর্থাৎ একান্ত বিশিষ্ট সাহাবীদের সেই মর্যাদা ছিল। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার যৌবনকালে মৃত্যু বরণ করায় মহানবী (সা.)-এর এ কথা বলা যে, সা'দের মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশও প্রকম্পিত হয়েছে– গভীর সত্যভিত্তিক উক্তি ছিল। হযরত সা'দ যৌবনেই পরলোকগমন করেছিলেন। মোটকথা এভাবে দ্রুততার সাথে অওস ও খাযরাজ গোত্রে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইহুদিরা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এসব দৃশ্য দেখত আর মনে মনে এ কথা বলতো যে, আল্লাহ্ই জানেন, কী হতে যাচ্ছে।

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকের অপর এক জায়গায় লিখেন,

মহানবী (সা.)-এর মদিনায় আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল ও তার মুশরেক সাথিদের নামে হুমকিমূলক একটি পত্র আসে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দেয়া থেকে বিরত হও নইলে তোমাদের ভালো হবে না। সেই চিঠির শব্দগুলো হলো,

তোমরা আমাদের ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দিয়েছ আর আমরা আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি যে, হয় তোমরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর অথবা অন্ততপক্ষে তাকে তোমাদের শহর থেকে বহিষ্কৃত কর, নতুবা আমরা আমাদের সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করব আর তোমাদের সমস্ত পুরুষদের হত্যা করব এবং তোমাদের মহিলাদের বন্দি বানিয়ে তাদেরকে আমাদের জন্য বৈধ করে নিব।

মদিনায় এই চিঠি পৌঁছার পর আব্দুল্লাহ্ ও তার সাথীরা, যারা পূর্ব থেকেই ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ভেতরে ভেতরে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ লালন করত, তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া আরম্ভ করে এবং প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ও তার সাথিদের বুঝান যে, আমার সাথে যুদ্ধ করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে কেননা তোমাদেরই ভাইয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে। এখন যারা মুসলমান হয়েছে তারা তোমাদেরই গোত্রের লোক, তোমাদেরই শহরের লোক। আর তোমরা যখন যুদ্ধ করবে তখন এরাই আমার পক্ষ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অর্থাৎ অওস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলমানরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, সুতরাং আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ কেবল এটিই হবে যে, তোমরা নিজেদেরই বাপ, ভাই ও সন্তানদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ! এটা কি আদৌ সমীচীন হবে? আব্দুল্লাহ্ এবং তার সঙ্গীসাথিরা, যাদের হৃদয়ে তখনও বুআসের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের স্মৃতি অম্লান ছিল, যাতে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়েছিল আর এর ফলে ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, একথা বুঝতে পারে যে, পুনরায় পরস্পরের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে, তাই তারা (যুদ্ধের) এই সংকল্প পরিত্যাগ করে। কুরাইশরা এই দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হয়ে কয়েকদিন পর অনুরূপ আরেকটি চিঠি মদিনার ইহুদিদের নামে প্রেরণ করে। প্রকৃতপক্ষে মক্কার কাফেরদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে যেকোন মূল্যে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। মুসলমানরা তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে যখন প্রথমে হিজরত করে ইথিওপিয়া চলে যায়, সেখানে তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কাফেররা প্রথমদিন থেকে এই চেষ্টাই করে গেছে আর এই

চেষ্টায় নিজেদের পূর্ণ সামর্থ্য নিয়োজিত করে যে, মহানুভব রাজা নাজ্জাশী যেন এই নিপীড়িত হিজরতকারীদের মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দেয়। অতঃপর মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদিনায় চলে আসেন তখন কুরাইশরা তাঁর (সা.) পিছু ধাওয়া করে তাঁকে বন্দি করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি, বরং পূর্ণ প্রচেষ্টা করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা এই চেষ্টা করেছে যেন কোনভাবে মহানবী (সা.)-কে বা ইসলামকে শেষ করে দেয়া যায়। আর এখন তারা যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা মদিনায় পৌঁছে গেছেন এবং ইসলাম সেখানে দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করছে, তখন তারা এই ভীতি প্রদর্শনমূলক পত্র প্রেরণ করে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে অথবা মহানবী (সা.)-কে আশ্রয়দান থেকে বিরত হয়ে মদিনা থেকে তাঁকে (সা.) বহিষ্কার করতে মদিনাবাসীদের প্ররোচিত করে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, কুরাইশদের এই পত্র দ্বারা, যা তখন লেখা হয়েছিল, আরবের এই প্রথা সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা তাদের যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সব পুরুষকে হত্যা করে তাদের মহিলাদেরকে করায়ত্বে নিয়ে নিত এবং তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ জ্ঞান করত। অধিকন্তু মুসলমানদের বিষয়ে তাদের সংকল্প এর চেয়েও ভয়ানক ছিল, কেননা মুসলমানদেরকে যারা আশ্রয় দিয়েছিল তাদেরকে তারা এই শাস্তি দিতে চাচ্ছিল এবং তাদের জন্য এই শাস্তির প্রস্তাব করেছিল যে, আমরা তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে আমাদের জন্য বৈধ করে নিব। অতএব মুসলমানদের জন্য তারা নিশ্চিতভাবে এর চেয়েও অধিক কঠোর মনোভাব রাখত। যাহোক, মক্কার কুরাইশদের এ পত্র তাদের সাময়িক কোন আগ্রহ-উচ্ছ্বাসের ফলাফল ছিল না বরং স্থায়ীভাবে তারা এই সংকল্পে বদ্ধ পরিকর ছিল যে, মুসলমানদেরকে তারা শান্তিতে বসবাস করতে দেবে না, তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিবে না আর ইসলামকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়বে। সুতরাং হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তাঁর পুস্তকে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন-

তিনি (রা.) লিখেন যে, এই ঐতিহাসিক ঘটনা মক্কাবাসীর নির্মম ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করছে। সেই ঘটনাটি এরূপ যার রেওয়ায়েত বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হিজরতের স্বল্পকাল পর সা'দ বিন মুআয, যিনি অওস গোত্রের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন এবং মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান এবং পুরোনো যুগে বা অজ্ঞতার যুগে তার যে মিত্র ছিল উমাইয়া বিন খালাফ এবং যে মক্কার এক প্রভাবশালী নেতা ছিল, তার বাড়িতে উঠেন। কেননা তিনি জানতেন যে, তিনি যদি একা উমরা বা তাওয়াফ করতে যান তাহলে মক্কাবাসীরা তাকে অবশ্যই বিরক্ত করবে। তাই তিনি বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য উমাইয়াকে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা-র তাওয়াফ করতে চাই, তুমি আমার সাথে থেকে এমন সময়ে আমাকে তাওয়াফ করিয়ে দাও, যখন আমি পৃথকভাবে নিরাপদে কাজ সেরে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারব। অতএব উমাইয়া বিন খালাফ সা'দকে নিয়ে দুপুরবেলা কা'বা গৃহে পৌঁছে, যখন মানুষ সচরাচর নিজেদের ঘরেই অবস্থান করত। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবু জাহলও ঠিক তখনই সেখানে চলে আসে আর সা'দ-এর ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু নিজের ক্রোধ দমন করে সে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলে, হে আবু সাফওয়ান! তোমার সাথের এই ব্যক্তি কে? উমাইয়া উত্তরে বলে, তিনি অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয। তখন আবু জাহল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সা'দকে সম্বোধন করে বলে, তোমরা কি মনে কর যে, (নাঊযুবিল্লাহ্) এই মুরতাদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দেওয়ার পর

তোমরা নিরাপদে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে? আর তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা ও সার্বিক সহায়তার সামর্থ্য রাখ? সে আরো বলে, খোদার কসম! এখন যদি তোমার সাথে আবু সাফওয়ান না থাকত তাহলে তুমি প্রাণ নিয়ে তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ বিন মুআয (রা.) ফিৎনা-ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলতেন কিন্তু তার ধমনীতেও নেতৃত্বের রক্ত প্রবহমান ছিল এবং হৃদয়ে ঈমানী আত্মাভিমানও উদ্দীপ্ত ছিল। তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন, খোদার কসম! তোমরা যদি আমাদেরকে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে স্মরণ রেখো তোমরাও সিরিয়ার পথে (বাণিজ্যের ক্ষেত্রে) নিরাপদ থাকবে না। আমরাও সেই পথের ওপর আছি, আমরাও তোমাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিব। উমাইয়া যখন তার কথা শুনল এবং ক্রোধ দেখল যে, তিনিও তেমনই প্রতিউত্তর দিচ্ছেন, তখন সে বলে, দেখো সা'দ! উপত্যকাবাসীর নেতা আবুল হাকাম-এর সাথে এভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না, মক্কাবাসী আবু জাহলকে আবুল হাকাম নামে ডাকত, সে এই মক্কা উপত্যকার নেতা, তার সামনে এভাবে চড়া গলায় কথা বলো না। সা'দ (রা.)ও রাগান্বিত ছিলেন, তাই তার কথা শুনে তিনি উত্তরে উমাইয়াকে বলেন, রাখ তুমি উমাইয়া! তুমি এতে নাক গলিও না। খোদার কসম! আমি মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুলি নি যে, তুমি একদিন মুসলমানদের হাতে নিহত হবে, অর্থাৎ উমাইয়া মুসলমানদের হাতে নিহত হবে। এ সংবাদ শুনে উমাইয়া বিন খালাফ ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায়। বাড়ি ফিরে সে তার স্ত্রীকে সা'দ-এর একথা সম্পর্কে অবগত করে আর বলে, খোদার কসম! আমি এখন আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করতে) মক্কার বাইরে পা রাখব না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) যে কথা বলেন তা সর্বদাই পূর্ণ হয়ে থাকে, তাই আমার সম্পর্কে বলা একথাও পূর্ণ হবে। কিন্তু নিয়তির বিধান পূর্ণ হবারই ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় উমাইয়াকে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয় আর সেখানেই সে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়ে নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে। এ ছিল সেই উমাইয়া যে ইসলাম গ্রহণের কারণে হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্মমভাবে নির্যাতন করত।

সহীহ্ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন মুআয উমরা করার উদ্দেশ্যে (মক্কায়) যান। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, তিনি গিয়ে উমাইয়া বিন খালাফ আবু সাফওয়ানের বাড়িতে উঠেন। অর্থাৎ তিনি (রা.) বর্ণনা করেন যে, তার বাড়িতে উঠেন। (তাদের মাঝে) পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদিনায় এলে হযরত সা'দ-এর বাড়িতে উঠত। তাই তিনি যখন উমরা করার মনস্থ করেন তখন ভাবলেন যে, তার বাড়িতে উঠলে নিরাপদে উমরা করে আসা যাবে। উমাইয়ার অভ্যাস ছিল সিরিয়া যাওয়ার পথে সে মদিনা হয়ে যেত এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর বাড়িতে উঠত। যেমনটি আমি বলেছি, তাদের মাঝে পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল, মদিনায় এসে সে যেহেতু তাঁর বাড়িতে উঠত তাই হযরত সা'দ (রা.)ও মনস্থ করেন যে, তার বাড়িতে উঠবেন। তিনি (রা.) উমরা করার কথা উল্লেখ করলে উমাইয়া হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, একটু অপেক্ষা কর, যখন দুপুর হবে আর মানুষ বিশ্রামে থাকবে তখন গিয়ে তাওয়াফ করে নিও। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সা'দ (রা.) কা'বা গৃহের তাওয়াফ করার সময় দেখেন যে, আবু জাহল সেখানে উপস্থিত। অর্থাৎ ইত্যবসরে আবু জাহল সেখানে চলে আসে। সে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি কে যে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করছে? হযরত সা'দ

(রা.) উত্তরে বলেন, আমি সা'দ। তিনি নিজেই উত্তর দেন যে, আমি সা'দ। তখন আবু জাহল বলে, (তুমি কি মনে কর) মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদের আশ্রয় দেয়া সত্ত্বেও তুমি নিরাপদে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন তারা উভয়েই পরস্পরকে গালমন্দ করে– এটি বর্ণনাকারী রেওয়ায়েত করেছেন। উমাইয়া হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, তুমি আবুল হাকামের সাথে উঁচুস্বরে কথা বলো না, কেননা সে এই উপত্যকাবাসীর নেতা। হযরত সা'দ আবু জাহলকে বলেন, খোদার কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে আমিও সিরিয়ায় তোমাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দিব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, একথা শুনে উমাইয়া হযরত সা'দ (রা.)কে এটিই বলতে থাকে যে, গলা চড়িয়ে কথা বলো না এবং তাকে বাধা দিতে থাকে। হযরত সা'দ তখন রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমাদের কথার মাঝে তুমি কথা বলো না। এখানে আমি এবং সে (অর্থাৎ আবু জাহল) কথা বলছি, আমাদেরকে কথা বলতে দাও। আর এরপর তাকে অর্থাৎ উমাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, সে-ই তোমাকে হত্যা করাবে। অর্থাৎ আবু জাহল-ই তোমার হত্যার কারণ হবে। তখন উমাইয়া বলে, আমাকে? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হ্যাঁ। এটি শুনে উমাইয়া বলে, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.) কোন কথা বললে তা মিথ্যা বলেন না। অবশেষে সে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যায় এবং বলে, তুমি কি জান আমার মদিনাবাসী ভাই আমাকে কী বলেছে? সে জিজ্ঞেস করে, কী বলেছে? উমাইয়া বলে, সে বলেছে যে, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে শুনেছে যে, আবু জাহল-ই আমার হত্যাকারী হবে। তার স্ত্রী বলে, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.) তো কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, যখন তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং সাহায্যপ্রার্থী আবেদন নিয়ে আসে তখন উমাইয়্যার স্ত্রী তাকে বলে, তোমার কি সে কথা স্মরণ নেই যা তোমার মদিনাবাসী ভাই তোমাকে বলেছিল? অর্থাৎ বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি তো যাচ্ছ, কিন্তু সে কথা স্মরণ রেখো। বলা হয়েছে, সে অর্থাৎ উমাইয়া একথা শোনার পর (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হতে চাচ্ছিল না। কিন্তু আবু জাহল তাকে বলে, তুমি এই উপত্যকার একজন অন্যতম নেতা, তাই দু'এক দিনের জন্য হলেও সাথে চল। অতএব সে দুদিনের জন্য তাদের সাথে চলে যায় আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিহত করেন।

অপর একটি রেওয়ায়েতে উমাইয়া বিন খালাফ-এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও নিহত হওয়া সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে উমাইয়া! খোদার কসম, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (সা.) বলতেন, তারা অর্থাৎ সাহাবীরা তোমাকে হত্যা করবে। সে জিজ্ঞেস করে, মক্কায়? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, তা আমি জানি না। হযরত সা'দ (রা.)-এর একথা শুনে উমাইয়া অনেক ভয় পেয়ে যায়। উমাইয়া নিজের ঘরে ফিরে তার স্ত্রী সাফিয়া অথবা কারীমা বিনতে মা'মারকে বলে, হে উম্মে সাফওয়ান! আমার সম্পর্কে সা'দ যা বলেছে তা কি তুমি শুনেছ? সে অর্থাৎ তার স্ত্রী বলে, কেন, সা'দ কী বলেছেন? তখন উমাইয়া বলে, সে বলেছে, মুহাম্মদ (সা.) তাকে বলেছেন যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মক্কায়? তখন সে উত্তরে বলেছে, আমি জানি না। উমাইয়া এতটাই ভয় পেয়ে যায় যে, সে বলে, খোদার কসম! আমি

মক্কার বাইরে পা-ই রাখব না। বদরের যুদ্ধের সময় আবু জাহল মানুষকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতে বলে এবং উমাইয়াকেও বলে যে, তোমার কাফেলা রক্ষার জন্য তুমি সেখানে যাও। উমাইয়া (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হওয়া পছন্দ করে নি। বার্তা বাহককে ফিরিয়ে দিলে আবু জাহল নিজেই উমাইয়ার কাছে আসে এবং বলে, হে আবু সাফওয়ান! লোকেরা যখন দেখবে যে, উপত্যকাবাসীর নেতা হওয়া সত্ত্বেও তুমিই পেছনে রয়ে গেছ তখন তারাও তোমার সাথে পেছনে থেকে যাবে। আবু জাহল তাকে বুঝাতে থাকে। অবশেষে উমাইয়া বলে, তুমি আমাকে যদি একান্তই বাধ্য কর তাহলে (আমি বলছি) খোদার কসম! আমি মক্কা থেকে খুবই উন্নত জাতের একটি ঘোড়া ক্রয় করব। এরপর উমাইয়া তার স্ত্রীকে বলে, হে উম্মে সাফওয়ান! আমার জন্য সফরের জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, তুমি কি সে কথা ভুলে গেছ যা তোমাকে তোমার মদিনার ভাই বলেছিল? সে বলে, না, আমি ভুলি নি। আমি তাদের সাথে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে চাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়েই ফিরে আসব। উমাইয়া যাত্রা করার পর যে স্থানেই সে যাত্রাবিরতি দিত, সেখানে তার উঠের হাঁটু বেঁধে রাখত আর এভাবেই সে সাবধানতা অবলম্বন করতে থাকে, অবশেষে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাকে বদররের প্রান্তরে ধ্বংস করে দেন।

এই হত্যার ঘটনাটি পূর্বেও এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে আর গত খুতবাতেও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় এর উল্লেখ হয়েছে। যখন হযরত বেলাল (রা.) তার ওপর কৃত অত্যাচারের কারণে আনসারদের ডেকে উমাইয়াকে হত্যা করিয়েছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মদিনার একজন সম্ভ্রান্ত নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, কাবাগৃহ তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করলে আবু জাহল তাকে দেখে খুবই রাগান্বিত হয়ে বলে, তোমরা কি মনে কর যে, (নাঊযুবিল্লাহ্) সেই মুরতাদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দেওয়ার পরও তোমরা নিরাপদে কাবা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে? সেইসাথে তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা তাঁর সুরক্ষা ও সহায়তার শক্তি রাখ? খোদার কসম! এখন যদি আবু সাফওয়ান তোমার সাথে না থাকত তাহলে তুমি তোমার পরিবারের কাছে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতে না। সা'দ বিন মুআয (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি আমাদেরকে কাবার (তাওয়াফ) করতে বাধা দাও তাহলে স্মরণ রেখ, তোমরাও সিরিয়ার (বাণিজ্য) যাত্রায় নিরাপত্তা পাবে না।

হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধের দিন অওস গোত্রের পতাকা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর হাতে ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর আবেগ ও উদ্দীপনা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গের বহিঃপ্রকাশ সেই ঘটনা থেকেও অনুমেয় যেখানে বদর-প্রান্তরে তিনি মহানবী (সা.)-কে নিজ মতামত জানিয়েছিলেন। এর উল্লেখ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এভাবে করেছেন যে, মুসলমানরা যখন সাফরা উপত্যকা [সাফরা বদর ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম যেখানে তিনি (সা.) বদরের যুদ্ধের সমস্ত গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মাঝে সমভাবে বণ্টন করেছিলেন। এই উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে খেজুর বৃক্ষ এবং চাষাবাদ হয়। বদর এবং এর মাঝের দূরত্ব হলো এক মারহালা।] যাহোক তারা যখন এই উপত্যকার এক পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আর অতিক্রম করতে গিয়ে জাফেরান-এ পৌঁছেন, যা বদর থেকে মাত্র এক মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত, তখন এই সংবাদ লাভ হয় যে,

কাফেলার সুরক্ষার জন্য কুরাইশদের একটি বিশাল সংখ্যার সেনাবাহিনী মক্কা থেকে আসছে। অর্থাৎ সেই প্রথম কাফেলা, যেটি একটি বাণিজ্যিক কাফেলা ছিল, তাদের সাহায্যের জন্য আরেকটি বিশাল সংখ্যার সেনাবাহিনী আসছে। তাদের সন্দেহ ছিল, হয়ত মদিনাবাসী এই কাফেলার ওপর আক্রমণ করতে পারে। এখন যেহেতু বিষয় গোপন করার সুযোগ ছিল না, অর্থাৎ এটি আর কোন গোপন বিষয় ছিল না, তাই মহানবী (সা.) সব সাহাবীকে একত্র করে তাদেরকে এই সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করে বলেন, এখন কী করা উচিত? কতিপয় সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বাহ্যিক উপকরণকে দৃষ্টিপটে রাখলে এটিই উত্তম মনে হয় যে, আমরা যেন কাফেলার মুখোমুখি হই, কেননা সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে পুরোপুরি প্রস্তুত নই। কিন্তু তিনি (সা.) এই মতামতকে পছন্দ করেন নি। অপরদিকে এই পরামর্শ শোনার পর জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা একে একে দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী বক্তৃতা করেন এবং বলেন, আমাদের প্রাণ ও সম্পদ সবই খোদার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমরা সকল ক্ষেত্রে সব ধরনের সেবার জন্য প্রস্তুত আছি। অতএব মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রা.), যার আরেকটি নাম ছিল মিক্বদাদ বিন আমর, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মূসার অনুসারীদের মতো নই যে, আপনাকে উত্তরে বলব– যাও! তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা বলছি যে, আপনি যেখানে খুশি নিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি, আর আমরা আপনার ডানে ও বামে এবং সামনে ও পিছনে থেকে লড়াই করব। এই বক্তৃতা শুনে তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কিন্তু তখনও তিনি (সা.) আনসারদের উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি (সা.) চাচ্ছিলেন কোন আনসারী নেতাও যেন এসব কথা-ই বলে, কেননা তাঁর (সা.) ধারণা ছিল, আনসাররা হয়ত ভাবছে, আকাবার বয়আত অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব কেবল এতটুকুই যে, যদি একান্ত মদিনার ওপর কোন আক্রমণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রতিরক্ষা করব। অতএব এরূপ আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী বক্তৃতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) এ কথা-ই বলতে থাকেন যে, ঠিক আছে, আমাকে আরো পরামর্শ দাও যে, কী করা উচিত? অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয তাঁর (সা.) মনোবাসনা বুঝতে পারেন আর আনসারদের পক্ষ থেকে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি হয়তবা আমাদের মত জানতে চাচ্ছেন। খোদার কসম! আমরা যেহেতু আপনাকে সত্য মেনে আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের হাত আপনার হাতে শপে দিয়েছি, কাজেই এখন আপনি যেখানে খুশি যান, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও পিছনে থাকবে না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আপনি আমাদের সবাইকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যশীল পাবেন। এছাড়া আমাদের পক্ষ থেকে সেই বিষয় দেখতে পাবেন যা আপনার চোখকে স্নিগ্ধ করবে। এই বক্তৃতা শুনে তিনি (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অগ্রসর হও আর আনন্দিত হও, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কাফেরদের এই দুটি দলের, অর্থাৎ সেনাবাহিনী অথবা কাফেলার মধ্য থেকে যে কোন একটি দলের বিরুদ্ধে তিনি আমাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। আর খোদার কসম, আমি যেন এখন সেসব স্থান দেখতে পাচ্ছি যেখানে

শত্রুদের লোকেরা নিহত হয়ে পড়ে থাকবে। এরপর এমনই ঘটে। যাহোক এখনো তাঁরই স্মৃতিচারণ চলছে। বাকিটা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী খুতবায় বর্ণিত হবে।